মেহেরপুরে ফ্যাক্ট চেকিং সেমিনার বর্জন

ভুল তথ্য ও গুজব শনাক্ত করা, সংবাদ প্রকাশের আগে তথ্যের সত্যতা যাচাই এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে তথ্য যাচাই ও ফ্যাক্ট চেকিংবিষয়ক সেমিনার।

তবে সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য সংবাদকর্মী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মূলধারার অনেক সংবাদকর্মীকে বাদ দিয়ে কথিত সংবাদকর্মীদের আমন্ত্রণ জানানোর অভিযোগ তুলে সেমিনার বর্জন করেছেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব ও রিপোর্টার্স ক্লাবের সাংবাদিকেরা। সরকারি গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতারের মেহেরপুর প্রতিনিধিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার (১৪ অক্টোবর) জেলা প্রশাসকের মিনি সম্মেলনকক্ষে তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) আয়োজনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব ও রিপোর্টার্স ক্লাবের সাংবাদিকদের অভিযোগ, সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তথ্য যাচাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পেশাগত পরিচয়, সক্রিয় সাংবাদিকতা ও প্রতিনিধিত্বের বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি।

দীর্ঘদিন ধরে সংবাদমাধ্যমে কাজ করছেন, এমন অনেক সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। অন্যদিকে, কারা এবং কোন বিবেচনায় আমন্ত্রণ পেয়েছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বর্জনকারী দুই প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকেরা।

তাঁদের মতে, তথ্য যাচাই ও অপতথ্য প্রতিরোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগে সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ ধরনের কর্মশালায় আমন্ত্রণ জানানোর প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক না হলে আয়োজনের উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন তৈরি হতে পারে।

সেমিনারে সরকারি গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতারের মেহেরপুর প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ না জানানোর অভিযোগও উঠেছে। তথ্য যাচাই ও সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের

প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হওয়ায় বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করছে কি না, সে প্রশ্নও তুলেছেন সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকেরা। তাঁদের অভিযোগ, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ও মেহেরপুরে সাংবাদিকতায় আগ্রহী আওয়ামী লীগ-সমর্থক তরুণদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজনের নজির ছিল। বর্তমান আয়োজনেও আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে একই ধরনের পক্ষপাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে তাঁরা মনে করছেন।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম বলেন, “এটি শুধু সেমিনারে অংশগ্রহণ বা বর্জনের বিষয় নয়। সাংবাদিকদের পেশাগত প্রতিনিধিত্ব, সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ আয়োজনের স্বচ্ছতা এবং গণমাধ্যমের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের প্রশ্ন সামনে আনতেই আমরা কর্মশালাটি বর্জন করেছি।”

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজে পাঠদান ব্যাহত

জনবল ও অনার্স ভবন সংকটে ব্যাহত হচ্ছে মেহেরপুরের গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের পাঠদান। দীর্ঘদিন ধরেই এ সমস্যায় ভুগছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

তবে শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষ সংকট দ্রুত দূর করা গেলে সমস্যা কাটিয়ে শিক্ষার মান ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে জানান কলেজ কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া কলেজের সমস্যার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে বলেও জানান গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

সরকারি ডিগ্রি কলেজ অফিস সূত্র জানায়, কলেজে মোট শিক্ষক ও কর্মচারী থাকার কথা ৭০ জন। সেখানে শিক্ষক আছেন ৪৭ জন এবং কর্মচারী রয়েছেন ১৬ জন। কলেজের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদ শূন্য রয়েছে। এ কলেজে ইসলাম শিক্ষা, আরবি, ইংরেজি, রসায়ন, পরিসংখ্যান,

ব্যবস্থা করে এ সমস্যার সমাধান করা হবে বলে আশা করছি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদুর রহমান বলেন, গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজে পাঠদানের যে সমস্যা হচ্ছে, তা দ্রুত সমাধানের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হবে।

মুজিবনগরে আমবাগান থেকে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাবুপুর গ্রামের একটি আমবাগান থেকে রজনী খাতুন (২৫) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) সকালে স্থানীয়রা বাবুপুর মাঠের একটি ব্রিজের পাশের আমবাগানে গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তার মরদেহ দেখতে পান। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

নিহত রজনী খাতুন মুজিবনগর থানার রশিকপুর গ্রামের রইদুল শেখের মেয়ে এবং উপজেলার সোনাপুর নতুনপাড়া গ্রামের রিপন শেখের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে কয়েকজন ব্যক্তি হাঁটতে বের হয়ে বাবুপুর মাঠের একটি ব্রিজের পাশের আমবাগানে রজনী খাতুনের মরদেহ ঝুলতে দেখেন। খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা এনসিপির আংশিক আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার আংশিক আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ছয় মাসের জন্য এ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

কমিটিতে মো. নুরুজ্জামান তাজলকে আহ্বায়ক, মো. হুমায়ুন কবিরকে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক, মো. মশিউর রহমানকে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং ইব্রাহিম হোসেনকে সদস্যসচিব করা হয়েছে। এ ছাড়া মো. জাহাঙ্গীর আলমকে সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব, মো. মুনিম হোসেন মিরনকে যুগ্ম সদস্যসচিব এবং মো. মফিজুল হককে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে।

কমিটিতে সহসাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে আবু হানিফের নাম রয়েছে। সদস্য হিসেবে রয়েছেন মো. মাসাদ আলী, মো. বজলু রহমান, মো. হাসনাতুল ইসলাম ও মো. সাজিদুল ইসলাম।

ঘোষিত কমিটিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে দপ্তরে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (১২ অক্টোবর) জাতীয় নাগরিক পার্টির মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক মো. রফিকুজ্জামান রফিক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

মেহেরপুরে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে বৈষম্যহীন সমাজ গঠন, নারী ও কন্যাশিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মেহেরপুরের পুরাতন মদনাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার নারী শান্তি সহায়ক প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগিতায় এবং এফসিডিওর (FCDO) অর্থায়নে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ওয়েভের সদস্য, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী নেত্রী, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নারী শান্তি সহায়ক প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়কারী সুমী বিশ্বাস। স্বাগত বক্তব্যে তিনি জাতীয় কন্যাশিশু দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং কন্যাশিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ওয়েভের সহসমন্বয়কারী আফরোজা আক্তার কাকলি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সভাপতি ও পিস অ্যাম্বাসেডর সাইয়্যেদাতুন নেসা নয়ন বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ কন্যাশিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ বিকাশের পথে বড় বাধা। এ সমস্যা প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন হতে হবে। কন্যাশিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ওয়েভের সদস্য সোনিয়া আক্তার সমেনা ও পলি আক্তার বেদানা। তাঁরা নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের বিকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে নতুন মদনাডাঙ্গা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইয়াসমিন আরা নারীর অধিকার বিষয়ে বক্তব্য দেয়। সে কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা, শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব তুলে ধরে।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, নারী ও কন্যাশিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা বৈষম্যহীন ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত। বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন ও সামাজিক বৈষম্য প্রতিরোধে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন এবং স্থানীয় নেতৃত্বকে একযোগে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি কন্যাশিশুদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে নেতৃত্বের

বিকাশে উৎসাহিত করতে হবে।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং মানবসেবায় নিবেদিত মাদার তেরেসার সাজে অংশ নেয়। এ সময় তারা এসব ব্যক্তিত্বের জীবন, কর্ম ও অবদান সম্পর্কে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করে। এ আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী নেতৃত্ব, মানবিক মূল্যবোধ, অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস বিকাশের বার্তা তুলে ধরা হয়।

বক্তারা নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তুলতে নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষা এবং সমাজের সর্বস্তরে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের সার্বিক আলোচনা সমন্বয় করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের এমআইপিএস প্রকল্পের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মো. আশরাফুজ্জামান।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

‘ঘর থেকে শুরু করি, দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ি’-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা ও অগ্নিনির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপী ইবনে সাজ্জাদ,

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল ইসলাম ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর রতন শর্মা এবং রেড ক্রিসেন্টের প্রতিনিধি সাব্বির হোসেন প্রমুখ।

এর আগে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের নেতৃত্বে র্যালিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

গাংনীতে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

মেহেরপুরের গাংনীতে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় আব্দুস শুকুর (৫৮) নামে এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) সকাল পৌনে ৯টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের ছাতিয়ান ব্রিকস ফিল্ডের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুস শুকুর গাংনী উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামের মৃত মনিরুদ্দিন মালিথার ছেলে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন,মঙ্গলবার সকাল পৌনে নয়টার দিকে আব্দুস শুকুর ভ্যান নিয়ে মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন। এ সময় কুষ্টিয়ার দিক থেকে আসা ঢাকা মেট্রো-হ-১১-১০২৬ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁর ভ্যানে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে বামন্দী আল-ফালাহ ক্লিনিকে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পথে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মশান বাজার এলাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহাদিদ মোরশেদ চৌধুরী বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে নিহতের পরিবারের সাথে আলোচনা করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম নিয়ে অবহিতকরণ প্রেস কনফারেন্স

ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমের দেশব্যাপী তথ্য সংগ্রহবিষয়ক অবহিতকরণ প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে উপজেলা প্রশাসনের সভাকক্ষে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ কার্যক্রম সম্প্রচার করা হয়।

ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য দেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা সোহেল মাহমুদ, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. কামরুন নাহার, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. এনামুল হক, জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দিন, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. বাবু হক, আইসিটি কর্মকর্তা সুব্রত কুমারসহ অনেকে।

মেহেরপুরে সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ খাতে ১১৩ জনের মধ্যে চেক বিতরণ

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ খাতে ১১৩ জন উপকারভোগীর মধ্যে চেক বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার (১২ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ চেক বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপকারভোগীদের হাতে চেক তুলে দেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক মো. জাভেদ মাসুদ মিল্টন। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এইচ এম সালাউদ্দীন মনজু। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা পরিষদের প্রধান সরকারি কর্মকর্তা জাহিদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা পরিষদের প্রশাসক মো. জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ একটি মানবিক ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমাজের অসচ্ছল ও পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সহযোগিতা করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এ ধরনের সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে এগিয়ে নিতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।”

তিনি আরও বলেন, সমাজের মানুষের কল্যাণে সরকারি সহায়তা কার্যক্রমকে জনবান্ধব ও কার্যকর করতে হবে। প্রকৃত উপকারভোগীরা যাতে এসব সহায়তা পান, তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সংস্কৃতির বিকাশ ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের প্রসারের মাধ্যমে একটি মানবিক, অসাম্প্রদায়িক ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ খাতের আওতায় মোট ১১৩ জন উপকারভোগীর মধ্যে চেক বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে চালু হলো ডিজিটাল হাজিরা

শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি নিশ্চিত করা, শ্রেণিকক্ষে মনোযোগ বাড়ানো এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে মেহেরপুর সরকারি কলেজে প্রথমবারের মতো চালু হয়েছে ডিজিটাল হাজিরা কার্যক্রম। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

সোমবার (১২ অক্টোবর) কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ কে এম নজরুল কবীর এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

কলেজ কর্তৃপক্ষের এ উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির বিষয়টি আরও সুশৃঙ্খলভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি নিয়মিত ক্লাসে অংশগ্রহণে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়বে এবং পাঠদানের পরিবেশ আরও কার্যকর হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

শিক্ষার মানোন্নয়ন, পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাস, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার, ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ প্রতিষ্ঠা ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছেন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ কে এম নজরুল কবীর। ডিজিটাল হাজিরা চালুর উদ্যোগকে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।

শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষার্থীদের আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় অভ্যস্ত করে তোলার লক্ষ্যেও এ উদ্যোগ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি, পাঠে মনোযোগ এবং শ্রেণিকক্ষের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে শিক্ষার্থীদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

নতুন এ কার্যক্রমে নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা গেছে। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের মধ্যেও এ উদ্যোগ নিয়ে আগ্রহ

তৈরি হয়েছে।

ডিজিটাল হাজিরা কার্যক্রম চালুর সময় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. ফুয়াদ খান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মো. কাউছার আলী, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. খেজমত আলী মালিথ্যা এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক এস এম আশরাফুল হাবিবসহ কলেজের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা।